মুজিবনগর ৪ ইউনিয়ন সম্মলিত মানচিত্রের পাশে সৌন্দর্য বর্ধন গাছ রোপন করলেন জেলা প্রশাসক

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের অনুপ্রেরণায় এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকারের তত্ত্বাবধানে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের সামনে উপজেলার ৪ ইউনিয়ন সম্মলিত মনোমুগ্ধকর (চেতনায় মুজিবনগর চত্তরের) মানচিত্রের সামনে টবে দুইটি সৌন্দর্য বর্ধন গাছ রোপন করলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া উপহার জমি ও গৃহ হস্তান্তর শেষে এ গাছ রোপন করেন তিনি।

এ সময় তিনি পোড়ামাটির টেরাকোঠা দিয়ে তৈরি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি স্টিল দিয়ে লেখা আই লাভ মুজিবনগর এবং মুজিবনগর উপজেলার চারটি ইউনিয়নের মানচিত্রের প্রশংসা করেন।

তিনি মানচিত্রের সামনের দিকটায় ঘাস এবং চারিপাশে ফুল গাছ লাগিয়ে দিলে আরো সুন্দর দেখাবে বলে মন্তব্য করেন এবং এতে করে মানচিত্র দেখতে আসা পর্যটকদের মনটা আরো মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠবে।

বৃক্ষ রোপনের সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার, মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) অপু সরোয়ার, মুজিবনগর থানা ইনচার্য ওসি মেহেদি রাসেল, উপজেলা আওয়ামী লীগেরসভাপতি রফিকুল ইসলামতোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তকিম হক খোকন কমান্ডার, অনন্যা পার্কের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান লাল্টুসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগসহ অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সুধিবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গা কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের নতুন ভবন উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্মিত কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ফলক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ভবনটির উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও একই দিন কুমারি ইউনিয়ন পরিষদের অর্থায়নে কুমারি বাজার প্রাঙ্গণে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিফলক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান আবু সাঈদ পিন্টুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য সোলাইমান হক জোয়াদ্দার ছেলুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংসদ সদস্য ছেলুন জোয়াদ্দার বলেন, দেশের মানুষের মানউন্নয়নে কাজ করছে সরকার। ২য় ফেজ এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের সাথে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভূমিহীনদের ঘর উপহার দেন। সরকারের উদ্যোগে ৩য় ফেজে যাদের জমি আছে ঘর নাই তাদের ঘর দেবার ঘোষণা দেন।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে সরকার ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে রোল মডেল তৈরি করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার, সাবেক আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মজিবর রহমান, সাবেক সহ-সভাপতি লিয়াকত আলি লিপু মোল্লা প্রমূখ, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা তুহিন ।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন কুমারি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

জীবননগরে ৬১ টি ভূমিহীন পরিবার পেল জমি ও ঘর

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ৩য় পর্যায়ে-২য় ধাপে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর উপজেলার ৬১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের মাঝে জমিসহ ঘরের চাবি হস্তান্তর করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে উপজেলার ৬১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সদস্যদের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল তুলে দেওয়া হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরাফাত রহমান, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান, উপজেলার সহকারী কমিশনার ভূমি তিথি মিত্র,উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোর্তুজা, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, বীর মুক্তিযোদ্ধা দলিল উদ্দিন দলু,রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ শাহ,আন্দুলবাড়িয়া ইউপি সদস্য শেখ শফিকুল ইসলাম মোক্তার প্রমুখ।

দর্শনা পৌরসভায় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মেয়র

মতিয়ারের সংবাদ সম্মেলন

দর্শনা পৌরসভায় সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলমের উপর হামলার ঘটনায় মেয়র মতিয়ার রহমান ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকা ও ১ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খালেকুজ্জামানের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন করেছে দর্শনা পৌরসভার মেয়র মতিয়ার রহমান।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দর্শনা পৌরসভার হল রুমে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্টিত হয়। এ সংবাদ সম্মেলনে তিনি লিখিত বক্তব্যে বলেন, গত ১৭ জুলাই বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা থানা পাড়ার ইয়াকুব মীরের ছেলে পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকা (৪২) ও দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের লাল মিয়া শাহর ছেলে ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খালেকুজ্জামান (৪৩), দর্শনা পুরাতন বাজার জোড়া বটতলার আবুল কাশেমের ছেলে জাহিদুল ইসলাম (৪১), দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে রাশেদুল ইসলাম মিঠু (২৯), দর্শনা পৌরসভার ইসলাম বাজার পাড়ার কলিম উদ্দীনের ছেলে সিঙ্গার হোসেন (৩১), দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত বিপ্লব হোসেনের ছেলে মোস্তাক (২৭) সহ অজ্ঞাতনামা ১০/১২ ব্যাক্তি দর্শনা পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল ইসলামের অফিস কক্ষে প্রবেশ করে।

এসময় আইন বর্হিভূত ভাবে অনিয়ম এবং ভয় ভীতি দেখিয়ে ট্রেড লাইসেন্স জোর পূর্বকভাবে নেওয়ার চেষ্টা করে। এতে সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলম বাঁধ সাধলে অভিযুক্তরা তার উপর

বর্বরোচিত হামলা ও অফিস কক্ষ ভাংচুর করা হয় সহ জোরপূর্বকভাবে অফিসের ষ্টিলের আলমারীর ভিতর থেকে নগদ ১ লক্ষ ১০ হাজার ৩৩৫ টাকা লুট করে নেওয়া সহ পৌর হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করিতে বাঁধা প্রদান করে। এ ঘটনায় দর্শনা মেয়র মতিয়ার রহমান বাদি হয়ে ৬ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ১০/১২ জনকে আসামী করে দর্শনা থানায় একটি অভিযোগ করে।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, অভিযুক্ত ৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাবির হোসেন মিকা ও ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর খালেকুজ্জামান বিভিন্ন সময় আমার অফিসে আসিয়া অনিয়ম এবং ভয় ভীতি দেখাইয়া আইন বর্হিভূত ভাবে বিভিন্ন প্রকারের কাজ নিয়ে আসে।

সে সমস্ত আপত্তিকর মূলক কাজ করে না দেওয়ায় তার দীর্ঘদিন ধরে পৌর

সভার সুনাম ক্ষুন্ন করতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে অপবাদ মূলক কুৎসা রটাতে থাকে।

এদিকে তারা পৌর সহকারী প্রকৌশলীর উপর হামলা সহ অফিস কক্ষের হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও অর্থ লুটের ঘটনা আড়াল করতে অভিযুক্তরা গত ১৯ জুলাই দর্শনা প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন।

সে সংবাদ সম্মেলনে দর্শনা পৌর সভায় কোন ওপেন টেন্ডার ছাড়াই পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ পাইয়ে দেওয়া, টিআর কর্মসূচি, ভিজিএফ, নতুন জন্ম নিবন্ধন বা সংশোধনে অনিয়ম, সাবেক হিসাব রক্ষক রুমি আলম পলাশের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথা সহ সৌর সড়ক বাতি স্থাপন প্রকল্পের আংশিক কাজ শেষ করে সমূদয় বিল উত্তোলনের সম্পন্ন মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হয়েছে।

এসংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলী সাজেদুল আলম, প্যানেল মেয়র-১ ও ৩নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রবিউল হক সুমন, ২নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এনামুল হক কবীর, ৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনির সরদার, ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুল ইসলাম মুকুল, ৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আশুর উদ্দিন আশু, সংরক্ষিত কাউন্সিলর বিলকিস খাতুন, জাহানারা খাতুন, সুরাতন নেসা, হিসাবরক্ষক সরওয়ার হোসেনসহ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

কোটচাঁদপুরে মুজিব শতবর্ষের ঘর পেলেন ১১ পরিববার

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার ১১টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে মুজিব শতবর্ষের জমির দলিলসহ গৃহ হস্তান্তর করলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার উপজেলা অডিটোরিয়াম থেকে ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন।

সারাদেশের ন্যায় কোটচাঁদপুরে ও ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের হাতে জমির দলিল সহ গৃহের চাবি হস্তান্তর করা হয়। এ উপজেলার ১শ ৭৯ টি পরিবার মুজিব শতবর্ষের এ ঘর পাচ্ছেন। এর মধ্যে ১০৭ টি দলিল

হস্তান্তর করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ দেলোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলার চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুননেসা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জগন্নাথ চন্দ্র, সাবেক কোটচাঁদপুর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন, পৌর মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মৃনাল কান্তি সরকার কোটচাঁদপুর উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা রতন মিয়া,প্রকৌশলী রুহুল ইসলাম, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্চয় কুমার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের কর্মকর্তা চম্পা অধিকারী। পরে ভুমিহীন-গৃহহীন মানুষের হাতে গৃহের চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করেন।

শৈলকুপায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত

৮০০ কোটির পৃথিবী: সকলের সুযোগ, পছন্দ ও অধিকার নিশ্চিত করে প্রাণবন্ত ভবিষ্যৎ গড়ি’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার একটি বর্ণাঢ্য র্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন করে। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার সভাপতিত্বে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আব্দুল মজিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা খানম। এছাড়াও জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

শৈলকুপায় আরও ৯টি পরিবারসহ প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেল মোট ১০২ জন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় আরও ৯টি গৃহহীন ও ভূমিহীন পরিবারের বাড়ীর মালিকের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিয়েছে। সরকারের ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ের আওতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার সরকারি খরচে নির্মিত এসব বাড়ী ভূমিহীন ও গৃহহীনদের কাছে হস্তান্তর করেন।

এ উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ৯জন ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের হাতে ঘরের চাবি ও জমির দলিল তুলে দেওয়া হয়। ঝিনাইদহ-১ শৈলকুপা আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল হাই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজার সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান জাহিদুন্নবি কালু।

ইতিপূর্বে আরো ৯৩ জন ঘর পেয়েছেন। পর্যায়ক্রমে এ উপজেলায় আরো ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের হাতে এ সকল ঘরের চাবি ও দলিল হস্তান্তর করা হবে বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা জানান।

কুষ্টিয়ায় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, দুই দোকানীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মিষ্টির দোকানে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদফতর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করার অপরাধে তাদের জরিমানা করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২১ জুলাই) দুপুরে উপজেলার বাঁশগ্রামে এই ভেজালবিরোধী অভিযান চালানো হয়। এ সময় নোংরা পরিবেশে মিষ্টি তৈরির জন্য দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার অধিদফতরের কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

এসময় তিনি জানান, মিষ্টি তৈরির কারখানায় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশ ও বেশ কয়েকদিন আগের পঁচা বাসি মিষ্টি এবং তৈরিকৃত দই-মিষ্টিতে মশা-মাছি, পোকা দেখতে পায় এবং শিরার ভেতর মাছি ও পোকামাকড় মরে পড়ে আছে। পঁচা, বাসি ও পোকাযুক্ত সেই শিরা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি বানানো হচ্ছে।
পরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৪৩ ধারা মোতাবেক শচীন দধি ও মিষ্টান্ন ভাণ্ডার এবং সোনারগাঁও হোটেলের মালিককে ২০ হাজার করে মোট ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নোংরা ও পঁচা দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করা যায় তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। যদি ন্যূনতম দায়বদ্ধতা থাকত তাহলে এভাবে তারা মিষ্টি উৎপাদন করত না।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সুলতানা রেবেকা নাসরীন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীল সদস্যরা।

কুষ্টিয়ায় ব্যবসায়ীকে হত্যার ঘটনায় এক আসামির ফাঁসি, আরেকজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়া শহরের ব্যবসায়ী আবুল কাশেম হত্যা মামলায় আজাদ হোসেন
(৫৩) নামের এক আসামির ফাঁসি এবং মিন্টু (৪৬) আলী নামের আরেক আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত। একই সঙ্গে তাঁদের উভয়কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. তাজুল ইসলাম এই রায় ঘোষণা করেন।

ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আজাদ হোসেন কুষ্টিয়ার পৌরসভার আড়ূয়াপাড়া এলাকার মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মিন্টু আলী হাউজিং এলাকার মহিউদ্দিন ওরফে পটলার ছেলে।

রায় ঘোষণার সময় আসামি মিন্টু আদালতে উপস্থিত থাকলেও ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আজাদ পলাতক ছিলেন। পরে পুলিশ পাহারায় মিন্টুকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী এসব তথ্য নিশ্চিত করেন। মামলার নথি সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ১৪ আগস্ট রাত পৌনে ১০টার দিকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার সময় কুষ্টিয়ার শহরের থানাপাড়া এলাকার ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ী আবুল কাসেমকে ছুরিকাঘাত করে আসামি আজাদ এবং মিন্টু। এই ঘটনায় কাসেমের ছেলে ইফতেখার আহাম্মেদ নাঈম বাদী হয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় আজাদ এবং মিন্টুর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরও ২ / ৩ জনের নামে কুষ্টিয়া মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। ঘটনার দিন পুলিশের অভিযানে আজাদকে গ্রেপ্তার হয়।

এই মামলায় দীর্ঘ তদন্ত শেষে আসামি আজাদ এবং মিন্টুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।পরে দীর্ঘ শুনানি শেষে এবং ১০ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে আদালত এই রায় ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়া জজ আদালতের পিপি অনুপ কুমার নন্দী বলেন, মামলার প্রধান আসামি আজাদ জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই পলাতক আছেন। অপর আসামি মিন্টুর উপস্থিতিতে মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। পরে আসামি মিন্টুকে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

১০০০ জনকে চাকরি দেবে রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)। প্রতিষ্ঠানটিতে ক্রেডিট অফিসার পদে নিয়োগের জন্য আগ্রহী প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন।

পদের সংখ্যা

১০০০ জন।

পদের নাম

ক্রেডিট অফিসার।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রার্থীকে ন্যূনতম স্নাতক পাস হতে হবে।ঋণ কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার কমপক্ষে এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। আবেদনকারীর বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৩০ বছর। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সসীমা শিথিলযোগ্য।

কর্মস্থল

বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে।

বেতন

মূল বেতন ১২,৫০০/-, ২৭,৭৫০/- হতে ২৯,০০০/- (নিয়মিতকরণের আগে),

২৯,৬২৫/- হতে ৩০,৮৭৫/- (নিয়মিতকরণের পরে)।

আবেদনের প্রক্রিয়া

১। আবেদনকারীদের বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে মাঠ পর্যায়ে সংস্থার কর্ম এলাকায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

২। প্রার্থীকে মটর সাইকেল চালনার জন্য বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। উল্লেখ্য, নিয়োগকৃত পুরুষ/নারী এমপ্লয়ীকে বাধ্যতামূলকভাবে মটর সাইকেল চালাতে হবে।

৩। উপরোক্ত পদের ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির শিক্ষানবিশকাল শেষে কর্মমূল্যায়নের ভিত্তিতে চাকুরী স্থায়ীকরন করা হবে এবং তখন থেকে সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সকল সুযোগ সুবিধা যেমন: দুটি উৎসব ভাতা, জীবন যাত্রার ব্যয় ভাতা, ঝুকি ভাতা, লাঞ্চ ভাতা, বৈশাখী ভাতা, কমিউনিকেশন ভাতা (মোবাইল ও ইন্টারনেট), প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, দূরবর্তী ভাতা, কর্মী কল্যান তহবিল নীতিমালা অনুযায়ী নিজ ও পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসা খরচ, চাকুরিতে যোগদানের সাথে সাথেই মটরসাইকেল সফট লোন সুবিধা ও ফুয়েল বিল ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রযোজ্য হবে।

৪। আবেদনকারী যে কেন্দ্রের অধীনে পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক/আগ্রহী তাকে খামের উপর অবশ্যই পরীক্ষা কেন্দ্র উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে। অন্যান্য পদের পরীক্ষা ঢাকা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।

আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীদেরকে আগামী ২০/০৮/২০২২ খ্রীষ্টাব্দ তারিখের মধ্যে পরিচালক, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) বরাবর দরখাস্ত (যোগাযোগের জন্য সক্রিয় মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও চাকুরির অভিজ্ঞতা সনদের সত্যায়িত ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি, মটর সাইকেল ড্রাইভিং লাইসেন্সের ফটোকপি এবং সদ্য তোলা এক কপি পাসপোর্ট সাইজের পরিচ্ছন্ন ছবি সংযুক্ত করে) সংস্থার “মানব সম্পদ বিভাগ, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), বাড়ী-৮৮/এ/ক, সড়ক-৭/এ, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯”-এ ঠিকানায় প্রেরন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, জীবনবৃত্তান্তে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে অভিজ্ঞতার বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি সংস্থার ওয়েবসাইট www.ric-bd.org এ পাওয়া যাবে। খামের উপর পদ ও কেন্দ্রের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকার আর্থিক লেনদেনের সুযোগ নেই সেক্ষেত্রে বিকাশ/রকেট/নগদ মোবাইল ব্যাংকিং বা অন্য কোনো মাধ্যমে কারো সাথে আর্থিক লেনদেন না করার জন্য সংশ্লিষ্ট চাকুরী প্রার্থীকে পরামর্শ দেওয়া হল।

আবেদনের শেষ তারিখ

আগ্রহীরা ২০ আগস্ট, ২০২২ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র : বিডিজবস